দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ৭ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

214

উপজেলা পরিক্রমা

হবিগঞ্জ সদর

হবিগঞ্জ, ২২ মার্চ (সংবাদদাতা)।— উত্তরে বানিয়াচুঙ্গ ও নবীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে মাধবপুর ও চুনারঘাট উপজেলা, পূর্বে বাহুবল ও পশ্চিমে লাখাই উপজেলা পরিবেষ্টিত ৯৫ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট শস্যাশ্যামল উপজেলার নাম হবিগঞ্জ সদর। ৩১০টি গ্রাম ও ১০টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে হবিগঞ্জ উপজেলা গঠিত। এ উপজেলায় মোট লোকসংখ্যা হচ্ছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৫শ' ৭৬ জন, তারমধ্যে পুরুষ ৯০ হাজার ৮শ' ৬ জন, মহিলা ৮৭ হাজার ৭শ' ৭০ জন। এছাড়াও পৌরসভা ৯টি, ইউপি অফিস-কাম কমিউনিটি সেন্টার ১০টি, বাণিজ্যিক ব্যাংক ৭টি আছে।

যোগাযোগ

সড়ক দৈর্ঘ ৮০ মাইল ১২৮ কিলোমিটার-এর মধ্যে পাকা মাত্র ২০ মাইল ৩২ কিলোমিটার, কাঁচা ৫০ মাইল ৮০ মিলোমিটার, সেমিপাকা ১০ মাইল ১৬ মিলোমিটার, রাস্তাগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ, পাশাপাশি দু'টি যানবাহন একত্রে চলতে পারে না। শায়েস্তাগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে পুরান বাজার পর্যন্ত সিএমবি রোডের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, শুধু ইট বিছিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ ঢাকা-সিলেট-কুমিল্লা থেকে এপথ দিয়েই হবিগঞ্জে আসা-যাওয়া করতে হয়। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আন্তঃ উপজেলা যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষে এবছর ৮টি পুল কালভার্ট নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। বর্তমানে ৫টি স্কিমের কাজ চলছে।

নোয়াপাড়া-শেরপুর ভায়া হবিগঞ্জ সদর রোডটি চালু হলে ঢাকা-সিলেটের প্রায় ৮০ মাইল ১৮০ কিলোমিটার কমে যাবে। এতে শুধু যাত্রীসাধারণের ভোগান্তি দূর হবে না প্রায় ২০০ কোটি টাকার জ্বালানি খরচও বাঁচবে।

কৃষি

এ উপজেলায় বেশীরভাগ লোক কৃষিজীবী। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকের সংখ্যা অনেক। ভূমিহীন কৃষকেরা অন্যের জমি চাষ করে ও উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষি ব্যবস্থার পূর্ণ আধুনিকায়ন হয়নি। এখানে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩৮ হাজার একর। উপকরণের মধ্যে রয়েছে সাড়গুদাম ৫টি, বীজকেন্দ্র ১টি। জলমহাল ৫৯টি, সরকারী মৎস্য খামার ১টি, মৎস্য চাষ উপযোগী পুকুর ১,৫৫০টি ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে ৮৫টি।

শিক্ষা

উপজেলায় শিক্ষিতের হার ২৪%। কলেজ ৩টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩টি, মহিলা কলেজ ১টি, বিকেজিসি ১টি, কারিগরি শিক্ষায়তন ১টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯২টি, বেসরকারী ৮টি, উচ্চ মাধ্যমিক ফাজিল মাদ্রাসা ১টি, আলীম মানের আলীয়া মাদ্রাসা ২টি, মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্র ১টি, কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র ২টি। কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার কারণে অনেক স্কুলে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ এখনও হয়ে উঠেনি। ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ৩৪টি বিদ্যালয়ের মেরামতের একান্ত প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য

উপজেলায় সরকারী হাসপাতাল ১টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২টি, দাতব্যচিকিৎসালয় ২টি, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৪টি, মাতৃসদন ১টি, পশুহাসপাতাল ২টি, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ১টি, হাঁস-মুরগীর খামার ২টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইনডোর রোগীদের বাজার থেকে ওষুধ ক্রয় করতে হয়।

হাট-বাজার

এখানকার অনেক লোক ব্যবসাজীবী। মওসুমী ব্যবসা বেশ জমজমাট, আমের সময় আম ও কাঁঠালের ব্যবসা, হলুদ মরিচের ব্যবসা, ধান-পাটের ব্যবসা, আখের তৈরী গুড়ের ব্যবসা করে বহু লোক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এলাকার প্রধান বাজার হচ্ছে হবিগঞ্জ চৌধুরী বাজার, শায়েস্তাগঞ্জ দাউদনগর বাজার ও পুরান বাজার। এখানে ছোট-বড় বাজার ২৫টি, হাট ১৬টি আছে।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মোটেই সম্প্রসারণ হয়নি। হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর অধীনে সদর হবিগঞ্জকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া হলেও উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌছেনি। বিদ্যুৎ বিভ্রাট প্রায়ই হচ্ছে। উপজেলার পশ্চিমাঞ্চলের জনসাধারণ এখনও বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারছে না।

উপসংহার

সমগ্র উপজেলাবাসীর প্রধান দাবী যা এখনই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হলো কারিগরি শিক্ষায়তনকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তর। শায়েস্তাগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসাকে কামিলে উন্নীতকরণ ও সরকারী মাদ্রাসা হিসেবে ঘোষণা, সরকারী বৃন্দাবন কলেজে অনার্স কোর্স চালুকরণ, হবিগঞ্জ কোর্ট স্টেশন থেকে বেকিটেকোনতাং নদী পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত গতিতে উন্নয়ন ও পাকাকরণ, হবিগঞ্জ কেন্দ্র মাদ্রাসাভবন সম্প্রসারণ ও বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন।